তারিখ .. 20 AUG 1993

পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৪ ...

আজকের কাগজ

# ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এখন শিবিরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এখন অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সর্বাধুনিক ও মুক্ত জ্ঞান চর্চার কেন্দ্রস্থল হিসেবে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে গড়ে তুলবার স্বপ্ন সবাই দেখেছিলো, নতুনত্বের গন্ধ যেতে না যেতেই তার শতচ্ছিন্ন চেহারা জনসমক্ষে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমান্বয়ে। "প্রশাসনের সঙ্গে এক অলিখিত আঁতাতের মাধ্যমে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে চিরতরে ধ্বংস করে দেয়ার একটি মাস্টার-প্ল্যানের ধারাবাহিক নাটক মঞ্চস্থ হতে চলেছে এখানে"- মন্তব্য করলেন জনৈক স্থানীয় বর্ষীয়ান ব্যক্তি। "মূলত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এখন আর কোনো আলোচিত বিষয় হিসেবে গণ্য হয় না বিদগ্ধ সমাজে। এর আবেদন কি জন্যে যেন দিন-দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে। যেখানে জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত, শহীদ মিনার মোটেও নিরাপদ নয় বরং ভীষণভাবে অবমাননার শিকার- সেখানে সে শিক্ষার আলোয় এরা কি উদ্ভাসিত করবে, জানিনা"- বললেন, প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের জনৈক কর্মী।

"ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মৌলবাদী আগ্রাসীদের বিচরণ, বিপণন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র"- ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন জনৈক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ১৯৯২-৯৩ শিক্ষা বর্ষের স্নাতক সম্মান প্রথম বর্ষের যে সব ছাত্র-ছাত্রী এখানে বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তি হয়েছে-তাদের অনেকেই অনীহা প্রকাশ করেছে এখানে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে। মৌলবাদী আগ্রাসনের নগ্ন শিকারে এখানকার পরিবেশ বদলে গেছে। অনেকেই অবশ্য কারণ না জানিয়ে শুধু বলেছে- কথার সঙ্গে নাকি এদের কাজের ভীষণ গরমিল এবং ইসলাম থেকে বহু দূরে এদের অবস্থান। আগামী ২২ আগস্ট রোববার সিন্ডিকেটের মিটিং হওয়ার কথা- দীর্ঘদিনের নীরবতা ভেঙে কবে আসতে পারবে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে, তার হয়তোবা সুরাহা কিছুটা মিললেও মিলতে পারে। "'৯৩ সালেই আমাদের তৃতীয় বর্ষে উঠার কথা অথচ দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম পর্ব পরীক্ষা হলো না অদ্যাবধি। শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে থামবে এ রথ- ভাবতে পারছি না।" মন্তব্য করলো অর্থনীতি দ্বিতীয় বর্ষের জনৈক ছাত্রী। অনিবার্য কারণে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ার পর এ পর্যন্ত নির্দিষ্ট দিনে কোনোবারই বিশ্ববিদ্যালয় খোলেনি। তাই সকলেরই প্রত্যাশা- অনিশ্চিত যাত্রার অবসান হোক অচিরেই, মুখরিত হোক ক্যাম্পাস ছাত্র-ছাত্রীদের পদভারে। উল্লেখ্য, গত ৫ জুলাই এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে সংঘটিত এক সংঘর্ষের জের হিসেবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘদিন বন্ধ রয়েছে। বন্ধের প্রথম মেয়াদ পূর্তির পূর্বেই তা নবায়ন করে অনির্দিষ্টকালের জন্যে ঘোষণা দেয়া হয়। এর মধ্যে জল গড়িয়েছে বহুদূর। ছাত্র নেতারা, তদন্ত কমিটিসমূহ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা, শিক্ষক সমিতি ও কর্মকর্তারা বেশ ক'বার প্রশাসনের সঙ্গে করেছে বৈঠক ও আলোচনা। সব কিছুর মুখে চুনকালি দিয়ে ব্যর্থতার হাসি হাসছে সবাই।